بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

৩০ জুলাই ২০২১

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র যুগে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মিদিয়ান-জয় সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, হযরত মীর্যা বশীর আহমদ (রাঃ) 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন' পুস্তকে তার বর্ণনা এভাবে করেন যে, খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময়-যখন পরিখা খনন করতে গিয়ে একস্থানে এমন একটি পাথর পাওয়া যায় যা কোনভাবেই ভাঙা যাচ্ছিল না। সাহাবীগণ লাগাতার তিনদিন চেষ্টার পর যখন সেই পাথর ভাঙতে সফল হলেন না তখন তাঁরা মহানবী (সাঃ)কে সেই সমস্যার ব্যাপারে অবগত করান, তিনি (সাঃ) সেসময় ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। তথাপিও তিনি (সাঃ) ঘটনাস্থলে আসেন এবং স্বয়ং একটা কোদাল নিয়ে আল্লার নাম নিয়ে সেই পাথরে তিনবার আঘাত করেন। লোহার আঘাতে প্রতিবার যখন পাথর থেকে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বের হয়, মহানবী (সাঃ) উচ্চস্বরে প্রতিবারই 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করেন। প্রথমবারের আঘাতে যে স্ফুলিঙ্গ বের হয় এবং মহানবী (সাঃ) আল্লাহু আকবার পাঠ করেন, সাহাবীরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি (সাঃ) বলেন, 'দিব্যদর্শনে সিরিয়ার লাল প্রাসাদ দেখানো হয়েছে এবং আমাকে সিরিয়ার চাবিগুচ্ছ দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয় আঘাতের পর তিনি (সাঃ) বলেন, 'দিব্যদর্শনে মিদিয়ানের শ্বেত-শুভ্র প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে ও আমাকে পারস্যের চাবিগুচ্ছ দেয়া হয়েছে' তৃতীয় আঘাতের পর তিনি (সাঃ) বলেন, 'দিব্যদর্শনে ইয়েমেন রাজদরবার সানার বৃহৎ তোরণদ্বার দোখানো হয়েছে ও আমাকে ইয়েমেনের চাবিগুচ্ছ দেয়া হয়েছে।'

মহানবী (সাঃ)এর এ বর্ণনা যদিও আধ্যাতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও সেযুগে অভাব অনটন তথা শত্রুদের আক্রমণে জর্জরিত মুসলমানদেরকে আল্লাহ্তায়ালা ইসলামের বিজয় ও আগামীতে ইসলাম কতটা গৌরবান্বিত হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করে সাহাবীগণের মাঝে এক আশা ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ)'র যুগে হযরত সা'দ (রাঃ)'র হাতে মিদিয়ান জয়ের এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। কাদসিয়া জয়ের পর মুসলমানরা বর্তমান ইরাকের পূরাতন শহর ব্যাবিলন জয় করেন। ব্যাবিলন জয়ের পর মুসলমানরা কুসা নামক এক ঐতিহাসিক শহরে উপস্থিত হন। কুসা ব্যবিলন সংলগ্ন শহরতলি ছিল। কুসা সেই স্থান যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে নমরূদ বন্দী করে রেখেছিল। মুসলমানরা সেখানে যখন উপস্থিত হয়, সেযুগের সেই বন্দীখানা সেসময়ও অক্ষত ছিল। হযরত সাদ (রাঃ) সেই বন্দীখানা দেখে কুরআন করীম থেকে সূরা আল-ইমরানের ১৪১ নং

আয়াত পাঠ করেন। تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ ঃ আর মানুষের মাঝে (জয় পরাজয়ের) এসব দিন আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনে থাকি; (যাতে তারা উপদেশ গ্রহন করতে পারে)। অতঃপর ইসলামী বাহিনী কুসা পেরিয়ে বহার্সি পৌঁছে। এখানে ইরানী বাহিনী পারস্য সম্রাট কিসরার শিকারী সিংহ লেলিয়ে দেয় এবং সেই সিংহ হীংস্র গর্জনের সঙ্গে মুসলিম সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। কিন্তু সেই সিংহকে হযরত সা'দের ভাই হাশেম তলোয়ার দিয়ে এমন আঘাত করে যে এক আঘাতেই সিংহ ধরাশায়ী হয়।

বাগদাদের দক্ষিণ দিকে অদূরে দজলা নদীর তীরে অবস্থিত শহর মিদিয়ান ছিল কিসরার রাজধানী। এখানেই কিসরার শ্বেতশুভ্রপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। মুসলমানদের দেখে কিসরার বাহিনী নদীর ওপরের সবগুলো পুল ভেঙে ফেলে। ইসলামী বাহিনীর কাছে দজলা নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার অন্য কোন উপায় ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে একরাত্রে হযরত সা'দ (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, তারা ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হচ্ছেন। এই স্বপ্ন দেখার পরদিন তিনি সবাইকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'হে মুসলমানেরা! শত্রু নদীর আশ্রয় নিয়েছে; এসো, আমরা সাঁতরে নদী পার হই।' একথা বলে তিনি স্বয়ং ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাঁর অনুসরণে তাঁর বাহিনীও তা-ই করে এবং তারা সবাই নদী অতিক্রম করে ফেলেন। শত্রুপক্ষ এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে আতংকে 'দৈত্য এসেছে, দৈত্য এসেছে' বলে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়। অতঃপর মুসলমানরা সেই শহর জয় করেন। কিসরা জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মহানবী (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় দিব্যদর্শনে প্রাপ্ত দ্বিতীয় যে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন তা পূর্ণ হয়ে যায়। হযরত সাদ (রাঃ) আদেশ করেন যে রাজ-কোষাগারের অর্থ তথা প্রাচীন সম্পদসমূহ যেন একত্রিত করা হয়। মুসলমান সৈনিকগণ সততার সঙ্গে সে আদেশ পালন করে সবকিছু একত্রিত করেন। যুদ্ধলব্দ সম্পদ বণ্টনের নিয়ম অনুযায়ী, সম্পদের পঞ্চমাংশ খেলাফতের দরবারে প্রেরণ করে বাকী সম্পদ বিতরণ করা হয়।

জালুলার যুদ্ধ ১৬ হিজরীতে সংঘটিত হয়। মিদিয়ান পরাজয়ের পর ইরানীরা বাগদাদ এবং খোরাসানের মধ্যবর্তী ইরাকের আরেকটি শহর জালুলায় পাল্টা যুদ্ধের জন্য একত্রিত হতে থাকে। ইরানীদের প্রস্তুতির বিষয়ে জানতে পেরে হযরত উমর (রাঃ)'র নির্দেশ অনুযায়ী হযরত সা'দ (রাঃ), হযরত হাশেম বিন উতবা (রাঃ)'র নেতৃত্বে ১২ হাজার সৈন্য সেখানে প্রেরণ করেন। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে শহরটি অবরোধ করেন এবং সেই অবরোধ একমাস যাবৎ বলবৎ থাকে, এই একমাসের ভেতর সেখানে ৮০টি খণ্ডযুদ্ধও হয়। অবশেষে মুসলমানগণ জয়ী হন। তাঁরা খলীফা হযরত উমর (রাঃ)'র কাছে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে সেই অনুমতি দেন নি। বরং তিনি মন্তব্য করেন, এভাবে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করার চেয়ে মুসলমানদের প্রাণের মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশি।

যুদ্ধের পর বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যখন মদীনায় পাঠানো হয় তখন হযরত উমর (রাঃ) তা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন। তাঁর কাছে এই কান্নার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, এভাবে যখন সম্পদ আসে তখন তা পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধিরও কারণ হয়, সেটি নিয়ে তিনি শঙ্কিত। হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ)'র এই কথাটি গভীর চিন্তার দাবি রাখে; বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে আমরা এই আশঙ্কাটিকেই সত্য প্রতিপন্ন হতে দেখছি।

হযরত সাদ (রাঃ) তখনও মিদিয়ানেই উপস্থিত ছিলেন। জালুলার যুদ্ধের কিছু সময় পর হযরত সা'দ (রাঃ) সংবাদ পান, পারস্য বাহিনী মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। হযরত উমর (রাঃ)'র নির্দেশানুযায়ী হযরত যিরার বিন খাত্তাবের নেতৃত্বে মাসাবজানের হান্দাফ নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এযুদ্ধেও ইরানীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে।

বিভিন্ন কৌশলগত কারণে ১৪ হিজরীতে হযরত উতবা বিন গাযওয়ানের নেতৃত্বে হযরত উমর (রাঃ) ছোট্ট একটি সৈন্যদল ইরাকের বস্‌রাতে প্রেরণ করেন। এরপর ১৬ হিজরীতে মুসলমানগণ খুযিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর আহ্‌ওয়ায দখল করে নেন। আহ্‌ওয়াযের যুদ্ধে বিপুলসংখ্যক শত্রুসৈন্য বন্দি হলেও হযরত উমর (রাঃ) তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিয়ে উদারতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এসব যুদ্ধের পেছনের কারণ ছিল ইরানীদের পক্ষ থেকে বারংবার চোরাগোপ্তা আক্রমণ; তাদের এসব আক্রমণ ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই মুসলমানরা সেদিকে অগ্রসর হয়ে এই দুই শহর জয় করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেখানে যেখানে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালানো হতো এবং আক্রমণ করা হতো, সেসব স্থানে ইসলামী বাহিনী আক্রমণ করে ও সেসব স্থান জয় করে নেয়।

জালুলার যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর জয়ের পর, সেনাপতি হরমুযান-এর নেতৃত্বে ইরানী বাহিনী রামাহরমুয নামক স্থানে একত্রিত হতে থাকে। হযরত উমর (রাঃ)'র পরামর্শ অনুযায়ী হযরত সাদ (রাঃ) হযরত নোমান বিন মাকরুন কে কুফা থেকে ও হযরত আবু মুসা আশআরী কে বস্‌রা থেকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে সেনাবাহিনী আনয়ন করেন। তাছাড়াও হযরত উমর (রাঃ)'র নির্দেশ ছিল যে দুই সেনাবাহিনী যখন একত্রিত হবে তখন যৌথ সেনাবাহিনীর দায়িত্ব যেন আবু সোবরাত বিন রুহ্‌ম্‌ কে দেওয়া হয়। নোমান বিন মাকরুন এর সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে হরমুযান পরাস্ত হয়ে তাস্‌তার এর দিকে পালিয়ে যায়। বিস্তর যুদ্ধের পর যখন সে শহর জয় হয় ও হরমুযানকে বন্দী করা হয় তখন সে এরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে তার বিচার যেন হযরত উমর (রাঃ) করেন। এমতাবস্থায় হযরত আবু মুসা আশআরী হরমুযান কে হযরত উমর (রাঃ)'র নিকট মদীনায় পাঠিয়ে দেন। যখন তাকে হযরত উমর (রাঃ)'র কাছে নিয়ে আসা হয়, তার গায়ে স্বর্ণখচিত পোশাক ও অলংকারাদি ছাড়াও মাথায় বহুমূল্য রত্নখচিত মুকুটও ছিল। এভাবে তাকে এজন্যই আনা হয়েছিল যাতে করে হযরত উমর (রাঃ) ছাড়াও সাধারণ জনগণ যেন দেখতে পায় যে আজ ইসলামী বাহিনী সফলতার কতটা শীর্ষে পৌঁচেছে। হযরত উমর (রাঃ) একাকী মসজিদের মেঝেতে ঘুমিয়ে ছিলেন। হরমুযান জিঙ্গাসা করে যে ইনার প্রহরীরা কোথায়? উত্তর পেয়ে হরমুযান প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে নি, এরূপ আড়ম্বরহীন, প্রহরাহীন ব্যক্তি মুসলিম সাম্রাজ্যের (ছত্রাধিপতি) বাদশাহ্‌ হতে পারেন; তখন তার মুখ থেকে অবলীলায় এই মন্তব্য নির্গত হয় যে, 'এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন নবী হবেন!' তাকে বলা হয়, তিনি নবী না হলেও নবীদেরই আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ধারণকারী। দীর্ঘ আলোচনার পর পরবর্তীতে সে কলেমা পাঠ করে নিজের ঈমানের ঘোষণা দেয়। অতঃপর হরমুযান মদীনাতেই বসবাস করতে থাকেন। হযরত উমর (রাঃ) তার জন্য মাসিক দুই হাজার ভাতা নির্দ্ধারণ করেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ)'র উপদেষ্টাও ছিলেন। 'আক্‌দাল ফরিদ'-এ বর্ণিত রয়েছে যে, ইরানীদের সাথে যুদ্ধের বিষয়ে হযরত উমর (রাঃ) তার সাথে পরামর্শ করতেন।

হরমুযানের ব্যাপারে এরূপ সন্দেহ করা হয় যে, হযরত উমর (রাঃ)কে শহীদ করার পেছনে তার হাত রয়েছে, কিন্তু হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এ সন্দেহকে সঠিক বলে মনে করেন না। তিনি (রাঃ) বলেন, সেটি একটি ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণা। প্রকৃতপক্ষে হযরত উমর (রাঃ)'র হত্যাকারী ফিরোয নামের জনৈক ব্যক্তি একদিন তার স্বদেশী হরমুযানের বাড়িতে তার সাথে দেখা করতে গেলে হরমুযান তার কাছে থাকা ছুরিটি হাতে ধরে সেটির বিষয়ে তার কাছে জানতে চান। দূর থেকে কেউ এই আলাপচারিতা দেখেছিল। পরবর্তীতে ফিরোয যখন সেই ছুরি দিয়ে হযরত উমর (রাঃ)'র ওপর আক্রমণ করে, তখন উক্ত ব্যক্তি একথা বলে যে, এই ছুরিটি হরমুযান ফিরোয কে দিয়েছিল সে নিজে দেখেছে, তাই হরমুযান-ই আক্রমণের মূল পরিকল্পনাকারী। একথা শুনে হযরত উমর (রাঃ)'র ছোট ছেলে উবায়দুল্লাহ্‌ কোনকিছু চিন্তাভাবনা বা তদন্ত না করেই হরমুযানকে গিয়ে হত্যা করে

ফেলে। হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর হরমুযানের পুত্রকে ডেকে উবায়দুল্লাহ্‌কে তার হাতে তুলে দেন এবং অন্যায়ভাবে তার পিতাকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বলেন। এরপর যখন হরমুযান-এর পুত্র উবাইদুল্লাকে নিয়ে শহরের বাইরে যাচ্ছিলেন তখন মদীনার অনেক মুসলমানই এসে তাকে অনুরোধ করে উবায়দুল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিতে বলেন, যদিও তাকে হত্যা করার অধিকার তার রয়েছে, তথাপিও মদীনাবাসী তাকে দয়া প্রদর্শন করতে বলছিলেন। হরমুযান-পুত্র তখন আল্লাহ্ ও সেই মুসলমানদের খাতিরে উবায়দুল্লাহ্‌কে ক্ষমা করে দেন। এই ঘটনাটি থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষানুসারে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা ও দণ্ড দেয়া রাষ্ট্রের কাজ, কোন ব্যক্তির নয়।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই স্মৃতিচারণ ইনশাল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।খুতবার শেষাংশে হুযূর (আইঃ) সম্প্রতি প্রয়াত কতিপয় নিষ্ঠাবান আহমদীর স্মৃতিচারণ করেন ও নামাযান্তে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান; তারা হলেন যথাক্রমে হযরত আলহাজ্ব হাফেয ডাঃ সৈয়্যদ শফী সাহেবের কন্যা ও মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবের সহধর্মিণী অধ্যাপিকা সৈয়্যদা নাসিম সাঈদ সাহেবা, জার্মানির দাঊদ সুলায়মান বাট সাহেব, শিয়ালকোটের গোলাম মুস্তফা আওয়ান সাহেবের সহধর্মিণী জাহেদা পারভীন সাহেবা, লন্ডনের রানা আব্দুল ওয়াহীদ সাহেব ও বাংলাদেশের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব। ইন্নালিল্লাহে অইন্নাএলাইহে রাজেউন। হুযূর (আইঃ) প্রয়াত সকল মরহুমীনদের রূহের মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে, তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের জন্য দোয়া করেন। [আমীন]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

30 JULY 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.